[২০২০] ১২ এস. সি. আর. ১০০০

চমন লাল

বনাম

হিমাচল প্রদেশ রাজ্য

(২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২২৯)

৩ই ডিসেম্বর ,২০২০

[অশোক ভূষণ, আর. সুভাষ রেড্ডি এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৩৭৮, ৩১৩ – খালাসের বিরুদ্ধে আপিল – আপিলকারী-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ করে যে যখন মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ছাগল ও গবাদি পশু চরাতে জঙ্গলে যেতেন, তখন আপিলকারীও সেখানে আসতেন এবং জোর করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন – বিচার আদালত আপিলকারীকে ধারা ৩৭৬, ৫০৬, ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অপরাধ থেকে খালাস দেয় কারণ এফআইআর দায়েরে বিলম্ব এবং অভিযোগ অনুসারে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ অসুস্থ মানসিকতার নন – হাইকোর্ট কর্তৃক খালাস বাতিল – স্থির করেছে: প্রমাণিত হয়েছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন এবং তিনি যৌন নির্যাতনের ভালো-মন্দ দিক বুঝতে পারেননি – আপিলকারী মানসিক অসুস্থতা এবং কম আইকিউর অসুবিধা গ্রহণ করেছেন – তিনি তার দ্বারা প্রসব করা সন্তানের জৈবিক পিতা – তার ধারা ৩১৩ ফৌজদারি কার্যবিধি বিবৃতিতে, আপিলকারীর মামলাটি সম্পূর্ণ অস্বীকারের ছিল – এটি তার ক্ষেত্রে কখনও ছিল না যে এটি একটি সম্মতির মামলা - এইভাবে, তিনি একটি মিথ্যা আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন - রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা করে, হাইকোর্ট আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে - প্রথম আপিল আদালত হওয়ায়, হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা সম্পূর্ণ প্রমাণ এবং বিচার আদালতের প্রদত্ত যুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ন্যায্য প্রমাণিত হয়েছিল - বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করা হয়নি - দণ্ডবিধি, ১৮৬০ - ধারা ৩৭৫, ৩৭৬, ৫০৬।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ : ১.১ মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত এবং এইভাবে, বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করতে এবং অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে কোনও ত্রুটি করেনি। প্রথম আপিল আদালত হওয়ার কারণে, হাইকোর্ট রেকর্ডের সমস্ত প্রমাণ এবং বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট পরামিতিগুলির মধ্যে কাজ করেছে

এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন। রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ, বিশেষ করে পি ডব্লিউ ১১ এবং পি ডব্লিউ ২২ হিসাবে পরীক্ষিত ডাক্তারদের জবানবন্দি পুনর্মূল্যায়ন করে, হাইকোর্ট বিশেষভাবে দেখেছে যে ভুক্তভোগীর আইকিউ ছিল ৬২ যা ভুক্তভোগীর ইতিহাস এবং মানসিক অবস্থা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। শুধুমাত্র ভুক্তভোগী কিছু গৃহস্থালির কাজ করার অবস্থানে থাকার কারণে ভুক্তভোগীর হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং তিনি যৌন নির্যাতনের ভালো-মন্দ দিকটি বোঝার অবস্থানে ছিলেন না, এই চিকিৎসা প্রমাণ বাতিল করা যাবে না। মনে হচ্ছে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়েছিলেন। অভিযুক্তকে ভুক্তভোগীর দ্বারা প্রসব করা শিশু সন্তানের জৈবিক পিতা হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে এটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উপরোক্ত সত্ত্বেও, তার ৩১৩ নম্বর বিবৃতিতে অভিযুক্তের মামলাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল। অভিযুক্তের ক্ষেত্রে এটি কখনই সম্মতির মামলা ছিল না। সুতরাং, অভিযুক্ত, সেইভাবে, একটি মিথ্যা আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। অতএব, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ, বিশেষ করে পি ডব্লিউ ১১ এবং পি ডব্লিউ ২২-এর জবানবন্দি এবং এমনকি অন্যান্য মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দি বিবেচনা করে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৫-এর আওতাধীন হবে এবং যথাযথভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এমনকি ৩৭৫ ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারার পঞ্চম ধারা অনুসারে, "একজন পুরুষকে ধর্ষণ করা হয়েছে" বলা হয়, যদি তার সম্মতিতে, যখন এই ধরনের সম্মতি দেওয়ার সময়, মানসিক অসুস্থতার কারণে, সে যে সম্মতি দেয় তার প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝতে অক্ষম হয়। যেমনটি দেখা গেছে, এমনকি অভিযুক্তের পক্ষেও এটি সম্মতির ঘটনা নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতা এবং নিম্ন আইকিউ-এর সুবিধা গ্রহণ করেছেন। [অনুচ্ছেদ ৭, ১০ এবং ১১][১০০৮-ক; ১০১৬-ঘ-জ; ১০১৭-ক-ঘ]

১.২ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আইকিউ ৬২ 'হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতা' বিভাগে পড়ে। এটিও উঠে এসেছে যে মানসিক অবস্থা এবং আইকিউ আঘাত এবং ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কোনও ব্যক্তির আইকিউ প্রশ্ন, ক্রিয়াকলাপ এবং রোগীর ইতিহাসের ভিত্তিতে জানা যেতে পারে। অতএব, ভুক্তভোগীর জানা ভাষার ক্ষেত্রে কিছু দ্বন্দ্ব থাকলেও, সেই ক্ষেত্রেও, ভিয়েতিমের মানসিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ চিকিৎসা প্রমাণকে অবিশ্বাস করা প্রধান দ্বন্দ্ব বলা যায় না। অতএব, হাইকোর্ট

৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে খালাস এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান মামলাটি এমন একজন ভুক্তভোগীর উপর যৌন নিপীড়নের মামলা যার আই. কিউ ৬২ জন প্রতিবন্ধী ছিল এবং অভিযুক্তরা ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতা/অসুস্থতার অযৌক্তিক সুযোগ নিয়েছে। মানসিক ব্যাধি বা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন কোনও ব্যক্তির বিশেষ যত্ন, ভালবাসা এবং স্নেহ প্রাপ্য। তাদের শোষণ করা উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত তার মানসিক অসুস্থতা/অসুস্থতার অসুবিধা নিয়ে ভিয়েটিমকে শোষণ করেছে। অতএব, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। [অনুচ্ছেদ ১২,১৩] [১০১৭-ঙ-ছ; ১০১৮-খ-গ]

বাবু বনাম কেরালা রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ১৮৯: [২০১০] ৯ এস. সি. আর ১০৩৯; কুলদ্বীপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ১০: [১৯৯৮] ৩ সম্পুরক এস. সি. আর ৫৯৪; বিজয় মোহন সিং বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪৩৬: [২০১৯] ৬ এস. সি. আর ৯৯৪-এর উপর নির্ভরশীল।

কৃষ্ণ বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৪) ১৫ এস. সি. সি ৫৯৬ উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

(২০১৪) ১৫ এস সি সি ৫৯৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৫.৩
[২০১০] ৯ এস. সি. আর ১০৩৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯.১
[১৯৯৮] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫৯৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯.৩
[২০১৯] ৬ এস. সি. আর ৯৯৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯.৪

ফৌজদারি আপিলের এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২২৯।

২০১৪ সালের ৩৬ নং ফৌজদারি আপিলের সিমলায় হিমাচল-প্রদেশ হাইকোর্টের ১৪.০৯.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ/১৯.০৯.২০১৬ তারিখের সাজা নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ থেকে উদ্ভুত।

শ্রীমতী রাধিকা গৌতম, সার্থক ঘোষ্ক্রোকতা, আসলাম, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১.হিমাচল প্রদেশ, শিমলা হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৪ সালের ৩৬ নং ফৌজদারি আপিলের ১৪.০৯.২০১৬/১৯.০৯.২০১৬ তারিখের অপ্রমাণিত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট রাজ্য কর্তৃক গৃহীত উক্ত আপিল মঞ্জুর করেছে এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশ বাতিল করেছে, যেখানে আপিলকারীকে - ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য মূল অভিযুক্তকে খালাস দেওয়া হয়েছে এবং ফলস্বরূপ আপিলকারীকে - উপরোক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা এবং জরিমানা পরিশোধে অক্ষমতার জন্য আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ এর অধীনে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ৫,০০০/- টাকা জরিমানা সহ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা পরিশোধে অক্ষমতার জন্য আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, ৫০৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে, মূল অভিযুক্ত বর্তমান আপিলের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

২. সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের বাবা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন - অভিযোগে যে ১.৪.২০০৮ তারিখে, তার স্ত্রী ধনেশ্বরী দেবী - তাকে সিমলায় টেলিফোনে জানান যে তাদের মেয়ে (মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ) গর্ভবতী। অভিযোগ করা হয়েছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ তার মাকে বলেছিলেন যে যখন তিনি ছাগল ও গবাদি পশু চরাতে জঙ্গলে যেতেন, তখন অভিযুক্তরা গরু ও ছাগল চরাতেও জঙ্গলে যেতেন। মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ তার মাকে বলেছিলেন যে তিন-চার মাস আগে, অভিযুক্ত তার সাথে জোরপূর্বক এবং তার সম্মতি ছাড়াই যৌন মিলন করেছিলেন। অভিযুক্ত মহিলা রাষ্ট্রপক্ষকে হুমকি দিয়েছিলেন যে তিনি ঘটনাটি কাউকে না জানাবেন। ভয়ের কারণে এবং ভুলে যাওয়ার কারণে এবং মানসিক দুর্বলতার কারণে, তিনি তার মা সহ কাউকে ঘটনাটি জানাননি। মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মেডিকেল অফিসারের মতে - মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ৩১ সপ্তাহের গর্ভবতী ছিল। তার বয়স ১৯ বছর বলে জানা গেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। শিমলার আইজিএমসি এবং চণ্ডীগড়ের পিজিআই-তে তার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯.৬.২০০৮ তারিখে সিমলার কেএনএইচ-তে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ, শিশু এবং অভিযুক্তের রক্তের নমুনা ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, অভিযুক্ত ব্যক্তিই কন্যা শিশুর জৈবিক পিতা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য চার্জশিট দাখিল করেন।

অভিযুক্ত দোষী নয় বলে আবেদন করেছিল এবং তাই পূর্বোক্ত অপরাধগুলির জন্য লার্ড বিচার আদালত দ্বারা তার বিচার করা হয়েছিল।

২.১ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছেন অভিযুক্তের বাবা-মা (পি ডব্লিউ ১ এবং ২), মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ (পি ডব্লিউ ৩), ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান - জিতেন্দ্র কুমার (পি ডব্লিউ ৮), ডাঃ সরলা চাঁদ (পি ডব্লিউ ৯), ডাঃ রাকেশ কুমার, রেডিওলজিস্ট (পি ডব্লিউ ১০), ডাঃ রমেশ কুমার, সহকারী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ (পি ডব্লিউ ১১), ডাঃ জীবা নন্দ চৌহান (পি ডব্লিউ ১২), নন্দ সিং, সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান, কেএনএইচ, শিমলা (পি ডব্লিউ ১৩), ডাঃ মনিকা শর্মা (পি ডব্লিউ ১৪), এএসআই তকপা দর্জে (পি ডব্লিউ ১৭), এসআই সুন্দর সিং (পি ডব্লিউ ১৯), ডাঃ রমা মালহোত্রা, পিজিআই, চণ্ডীগড় (পি ডব্লিউ ২২) এবং অন্যান্য সাক্ষী। রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে প্রমাণ জমা দেওয়ার পর, ধারা ৩১৩ ফৌজদারি কার্যবিধি-র অধীনে অভিযুক্তের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেছেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মূলত এফআইআর দায়েরে বিলম্বের কারণে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিণতি এবং কী ঘটছে তা বোঝার জন্য মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন না বলে অভিযুক্তকে খালাস দেন।

৩. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, রাজ্য হাইকোর্টে আপিল করতে পছন্দ করে এবং বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ, বিশেষত চিকিৎসা প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে, হাইকোর্ট খালাসের আদেশটি উল্টে দিয়েছে এবং মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ যৌন নিপীড়নের ভাল এবং খারাপ দিকটি বোঝার মতো অবস্থানে নেই বলে পর্যবেক্ষণ করে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্বিবেচনার পরে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের আইকিউ ৬২ ছিল এবং তার হালকা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল।

৪। উপরোক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং সাজা প্রদানের আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, মূল অভিযুক্ত বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

৫. সুশ্রী রাধিকা গৌতম, বিজ্ঞ আইনজীবী আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন এবং শ্রী সার্থক ঘোষ্ক্রোকতা, আইনজীবী উত্তরদাতা-রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন।

৫.১ সুশ্রী রাধিকা গৌতম, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী-অভিযুক্ত জোরালোভাবে বলেছেন যে তথ্যগুলিতে

এবং মামলার পরিস্থিতি হাইকোর্ট খালাসকে বিপরীত করে এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা দৃঢ় কারণ দেওয়া হয়েছিল, যা রেকর্ডে থাকা প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে ছিল এবং তাই খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দ্বারা হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না।

৫.২ আবেদনকারী-অভিযুক্তের জন্য অভিযুক্ত আইনজীবী নিম্নলিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেনঃ

i) রাষ্ট্রপক্ষ যখন দাবি করেছিল যে ঘটনাটি ঘটেছে তখন থেকে এফআইআর নথিভুক্ত করতে চার মাস বিলম্ব হয়েছিল এবং তাই বিজ্ঞ বিচার আদালত যথাযথভাবে অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে;

ii) এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের (পিডব্লিউ১) বাবাও স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে আপিলকারী-অভিযুক্তকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছিল এবং তিনি শিশুটির যত্ন নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু মহিলা রাষ্ট্রপক্ষকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন। অতএব, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এফআইআরটি কেবল প্রতিশোধমূলক কাজ হিসাবে দায়ের করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারী-অভিযুক্ত মহিলা রাষ্ট্রপক্ষকে বিয়ে করার মতো অবস্থানে ছিল না কারণ আপিলকারী বিবাহিত ছিল এবং তার নিজের সন্তান ছিল;

iii) এইভাবে এফআইআর দায়ের করার ঘটনার তারিখ থেকে ৮ মাস বিলম্ব হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ যখন তারিখের ২২.৪.২০০৮ এফআইআর নিবন্ধনের পরের দিন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ৮ মাসের ভ্রূণ বহন করছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে পিতামাতারা মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের গর্ভাবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না;

iv) মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে দু 'জন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ একটি ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ কোন ভাষা জানেন বলে মনে হয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে একজন বলেছেন যে তিনি হিন্দি জানেন এবং অন্যজন বলেছেন যে তিনি' ফারি 'জানেন এবং তাকে দোভাষী ব্যবহার করতে হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি রাষ্ট্রপক্ষের ক্ষেত্রে একটি বড় অসঙ্গতি যখন একজন ডাক্তার যিনি তাকে মানসিক দক্ষতার জন্য মূল্যায়ন করেছেন বলে মনে করা হয় এবং তাই অবশ্যই তাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যা তিনি হিন্দিতে বলেছিলেন এবং অন্য ডাক্তার যিনি তাকেও ফারি ভাষায় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কথা ছিল এবং তাকে দোভাষী ব্যবহার করতে হয়েছিল। তাই জমা দেওয়া হয়েছে যে উভয়ই বা কমপক্ষে একটি সত্য নয়;

v) এমনকি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের পাশাপাশি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের মা, বোন এবং বাবার জবানবন্দিতেও বস্তুগত দ্বন্দ্ব রয়েছে কারণ মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ বলেছেন যে তিনি তার গর্ভাবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন

তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যখন তারা তাকে এটি সম্পর্কে বলেছিল, যেখানে মা, বোন এবং বাবার সাক্ষ্য প্রকাশ করে যে এটি স্পষ্টভাবে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ ছিলেন যিনি তার বোনকে গর্ভাবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন;

vi) হাইকোর্ট প্রধানত পিডব্লিউ ২২-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষের হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পিডব্লিউ ২২-এর জবানবন্দি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জবানবন্দির তুলনায়। বিজ্ঞ বিচার আদালত যেমন যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তার কল্যাণ বুঝতে সক্ষম এবং বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন।

৫.৩ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে এবং কৃষ্ণ বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৪) ১৫ এস. সি. সি ৫৯৬-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভুল করেছে, যা নথিভুক্ত প্রমাণের প্রশংসা এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ছিল।

৫.৪ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও অভিযোগ করেছেন যে সাত বছরের কারাদন্ডের মধ্যে অভিযুক্ত ইতিমধ্যে চার বছর পার করেছে এবং তাই বর্তমান আপিলটি বাতিল করার জন্য এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করার জন্য এবং বিকল্প হিসাবে সাজার মেয়াদ অভিযুক্তের ইতিমধ্যে অতিবাহিত সময়কালে কমিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৬. বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করার সময়, রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে যথাযথভাবে বিপরীত করেছে এবং অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে, বিশেষত যখন মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ মানসিক রোগে ভুগছিলেন এবং চিকিৎসা প্রমাণ অনুসারে তিনি যৌন নির্যাতনের ভাল এবং খারাপ দিকটি বোঝার মতো অবস্থানে ছিলেন না।

৬.১ রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেনঃ

i) প্রথম আপিল আদালত হিসাবে হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা এবং সঠিক উপসংহারে আসার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায় হাইকোর্ট যথাযথভাবে রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ, বিশেষত চিকিৎসা প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করেছে;

ii) এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের বিষয়টি ইতিমধ্যেই মোকাবিলা করা হয়েছে এবং হাইকোর্ট তা বিবেচনা করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত বাদী পক্ষের মানসিক অবস্থার অযৌক্তিক সুযোগ নিয়েছিল এবং তাই কোনও 'বস্তুগত দ্বন্দ্ব' থাকলেও সুবিধাটি অভিযুক্তের কাছে যাবে না এবং সুবিধাটি অবশ্যই এমন একজন ভুক্তভোগীর পক্ষে যেতে হবে যিনি ভুগছেন একটি মানসিক রোগ থেকে এবং যৌন নিপীড়নের ভাল এবং খারাপ দিক বোঝার মতো অবস্থানে নেই;

iii) এই মামলায় অভিযুক্তের আচরণেরও প্রশংসা করা প্রয়োজন। বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্তের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং সেই কারণে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ গর্ভবতী ছিলেন এবং একটি শিশু সন্তান প্রসব করেছিলেন। অভিযুক্ত এখন এই বিষয়ে বিতর্ক করছেন না যে, শিশুটি তার নয়। উপরোক্ত সত্ত্বেও, তার ৩১৩ ধারার জবানবন্দিতে তার মামলাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং নির্দোষ ছিল এবং এমনকি তার মামলাতেও বলা হয়নি যে মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ একজন সম্মতিসূচক পক্ষ ছিলেন এবং তিনি মহিলা রাষ্ট্রপক্ষ এর সম্মতিতেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, ৩১৩ ধারার জবানবন্দিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সত্য তথ্য উল্লেখ করেননি;

iv) এখন যতদূর পর্যন্ত অভিযুক্তের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাত বছরের আরআই-এর মধ্যে অভিযুক্ত চার বছর পার করেছে আরআই এবং ৫ তাই অভিযুক্তের পক্ষে এটি বিবেচনা করা যেতে পারে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য প্রদত্ত ন্যূনতম সাজা সাত বছর এবং এটি কেবল একটি বিশেষ কারণ দিয়ে হ্রাস করা যেতে পারে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান ক্ষেত্রে, যেমন, হাইকোর্ট ইতিমধ্যে কেবল সাত বছরের আরআই মঞ্জুর করে একটি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি যখন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন কোনও ব্যক্তির উপর যৌন নির্যাতনের মামলা এবং অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থার অসুবিধা নিয়েছে, তখন এই ধরনের মামলাগুলি লোহার হাতে মোকাবিলা করা উচিত এবং অভিযুক্তকে কোনও নমনীয়তা দেখানো উচিত নয়।

৬.২ উপরের জমা দেওয়ার মাধ্যমে, বর্তমান আবেদন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৭। আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শুনেছি।

শুরুতে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। এটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে প্রমাণের পুনর্বিবেচনার পরে, হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে ভুক্তভোগীর আইকিউ খুব কম ছিল এবং সে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল এবং সে যৌন নিপীড়নের ভাল এবং খারাপ দিক বোঝার মতো অবস্থানে ছিল না। এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এটি বিতর্কিত নয় যে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর সাথে যৌন মিলন করেছিল এবং ভুক্তভোগী একটি শিশু সন্তান প্রসব করেছিল এবং অভিযুক্তকে ভুক্তভোগীর দ্বারা প্রসব হওয়া শিশুর জৈবিক পিতা হিসাবে পাওয়া গেছে। এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৩১৩ বিবৃতিতে অভিযুক্তের মামলাটি তার সম্পূর্ণ অস্বীকারের মামলা ছিল না, এটি একটি মিথ্যা/প্রতিরক্ষামূলক মামলা ছিল।

৮. এটা সত্য যে বিজ্ঞ বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে। তবে, রেকর্ডের সমস্ত প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ও ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করেছে। এটি আবেদনকারী-অভিযুক্তের পক্ষে মামলা যে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে, হাইকোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করতে গুরুতর ভুল করেছে। অতএব, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রথম যে বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল, হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত কিনা এবং এর মাধ্যমে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা।

৯. যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিল বিবেচনা করার আগে, খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের আইন এবং ধারা ৩৭৮ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর সুযোগ ও পরিধি এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৯.১ বাবু বনাম কেরালা রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ১৮৯-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ৩৭৮ -এর অধীনে খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে অনুসরণ করার নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। ১২ থেকে ১৯ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছেঃ

১২। এই আদালত বার বার হাইকোর্টকে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে, আপিল আদালতের সাধারণত খালাসের রায় বাতিল করা উচিত নয় যেখানে দুটি মতামত

সম্ভব, যদিও আপিল আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সম্ভাব্য হতে পারে। খালাসের রায় নিয়ে কাজ করার সময়, আপিল আদালতকে রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে, যাতে বিচার আদালতের মতামতগুলি বিকৃত বা অন্যথায় অস্থিতিশীল ছিল কিনা সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। আপিল আদালত বিবেচনা করার অধিকারী যে সত্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময়, বিচার আদালত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং/অথবা আইনের বিপরীতে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি বিবেচনায় নিয়েছিল। একইভাবে, প্রমাণের বোঝা ভুলভাবে স্থাপন করাও আপিল আদালতের তদন্তের বিষয় হতে পারে। (দেখুন: বালক রাম বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এসসিসি ২১৯, শম্ভু মিসির বনাম বিহার রাজ্য (১৯৯০) ৪ এসসিসি ১৭, শৈলেন্দ্র প্রতাপ বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৩) ১ এসসিসি ৭৬১, নরেন্দ্র সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ১০ এসসিসি ৬৯৯, বুধ সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ৯ এসসিসি ৭৩১, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম রাম বীর সিং (২০০৭) ১৩ এসসিসি ১০২, এস. রাম কৃষ্ণ বনাম এস. রামি রেড্ডি (২০০৮) ৫ এসসিসি ৫৩৫, আরুলভেলু বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এসসিসি ২০৬, পেরলা সোমাশেখর রেড্ডি বনাম এ.পি. রাজ্য (২০০৯) ১৬ এসসিসি ৯৮ এবং রাম সিং বনাম. এইচ.পি. রাজ্য (২০১০) ২ এসসিসি ৪৪৫)

১৩. শেও স্বরূপ বনাম রাজা সম্রাট এআইআর ১৯৩৪ পিসি ২২৭-তে, প্রিভি কাউন্সিল নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (আইএ পৃ. ৪০৪)

"হাইকোর্টকে সর্বদা (১) সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার বিচারকের মতামত; (২) অভিযুক্তের পক্ষে নির্দোষতার অনুমান, এই অনুমানের দ্বারা যে সে তার বিচারে খালাস পেয়েছে, (৩) যে কোনও সন্দেহের সুবিধার জন্য অভিযুক্তের অধিকার; এবং (৪) সাক্ষীদের দেখার সুবিধা পাওয়া কোনও বিচারকের কাছে আসা তথ্যের বিভ্রান্তিকর অনুসন্ধানে আপিল আদালতের ধীরগতি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব এবং বিবেচনা দেওয়া উচিত এবং তা করবে।"

১৪। এই আদালত আইনের উপরোক্ত নীতিটি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছে। (দেখুন তুলসীরাম কানু বনাম রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ১, বলবীর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি ২১৬, এম. জি আগরওয়াল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ২০০, খেদু মোহটন বনাম বিহার রাজ্য (১৯৭০) ২ এস. সি. সি ৪৫০, সাম্বাশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৪১২, ভগবান সিং বনাম এম. পি রাজ্য (২০০২) ৪ এস. সি. সি ৮৫ এবং গোয়া রাজ্য বনাম সঞ্জয় ঠাকরান (২০০৭) ৩ এস. সি. সি ৭৫৫)

১৫। চন্দ্রপ্পা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৭) ৪ এস. সি. সি ৪১৫ মামলায়, এই আদালত নিম্নোক্ত আইনি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেঃ (এস. সি. সি পৃ. ৪৩২, অনুচ্ছেদ ৪২)

"(১) যে প্রমাণের ভিত্তিতে খালাসের আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা পর্যালোচনা, পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্বিবেচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা আপিল আদালতের রয়েছে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা বা শর্ত রাখে না এবং একটি আপিল আদালত তথ্য এবং আইনের উভয় প্রশ্নের ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব উপসংহারে পৌঁছানোর আগে প্রমাণের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা, বিধিনিষেধ বা শর্ত রাখে না।

(৩) বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যেমন, 'যথেষ্ট এবং জোরালো কারণ', 'ভাল এবং পর্যাপ্ত ভিত্তি', 'অত্যন্ত শক্তিশালী পরিস্থিতি', 'বিকৃত সিদ্ধান্ত', 'স্পষ্ট ভুল', ইত্যাদি খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ব্যাপক ক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নয়। এই ধরনের বাক্যাংশগুলি সাক্ষ্য পর্যালোচনা এবং নিজস্ব উপসংহারে আসার জন্য আদালতের ক্ষমতা হ্রাস করার চেয়ে খালাসের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে আপিল আদালতের অনিচ্ছার উপর জোর দেওয়ার জন্য 'ভাষার বিকাশ' প্রকৃতির বেশি।

(৪) আপিল আদালতকে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, খালাসের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের পক্ষে দ্বৈত অনুমান রয়েছে। প্রথমত, ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতির অধীনে নির্দোষতার অনুমান তার কাছে উপলব্ধ যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হবে যদি না সে কোনও উপযুক্ত আদালত দ্বারা দোষী প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত তার খালাস নিশ্চিত করার পরে, তার নির্দোষতার অনুমান বিচার আদালত দ্বারা আরও জোরদার, পুনরায় নিশ্চিত এবং শক্তিশালী করা হয়।

(৫) নথিভুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে যদি দুটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়, তবে আপিল আদালতের বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত খালাসের সিদ্ধান্তকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়।

১৬. ঘুরেলাল বনাম ইউ. পি. রাজ্য (২০০৮) ১০ এস. সি. সি ৪৫০ মামলায়, এই আদালত উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে বলেছে যে, যে মামলাগুলিতে বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে, সেই মামলাগুলি মোকাবেলায় আপিল আদালতকে মনে রাখতে হবে যে বিচার আদালতের খালাস এই অনুমানকে জোরদার করে যে সে নির্দোষ। আপিল আদালতকে অবশ্যই বিচারের সিদ্ধান্তের যথাযথ গুরুত্ব এবং বিবেচনা দিতে হবে

আদালত যেহেতু বিচার আদালতের সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার স্বতন্ত্র সুবিধা ছিল এবং সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য আরও ভাল অবস্থানে ছিল।

১৭. রাজস্থান রাজ্য বনাম নরেশ (২০০৯) ৯ এস. সি. সি ৩৬৮ মামলায়, আদালত আবার এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি পরীক্ষা করে বলেছিল যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩৭৪, অনুচ্ছেদ ২০)

"২০... খালাসের আদেশে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমনকি যদি আদালত বিশ্বাস করে যে অভিযুক্তের দিকে আঙুল তোলার মতো কিছু প্রমাণ রয়েছে।"

১৮. ইউ. পি. বনাম বেন (২০০৯) ৪ এস. সি. সি. ২৭১ মামলায়, এই আদালত কিছু দৃষ্টান্তমূলক পরিস্থিতি দিয়েছে যেখানে হাইকোর্টের খালাসের রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আদালত ন্যায়সঙ্গত হবে। পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৮৬, অনুচ্ছেদ ২৮)

"(i) হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানকে উপেক্ষা করে আইনের সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে;

(ii) হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত প্রমাণ এবং নথির বিপরীত;

(iii) প্রমাণ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পুরো দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল যার ফলে ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত ঘটে;

(iv) হাইকোর্টের রায় স্পষ্টতই অন্যায় এবং অযৌক্তিক যা ভুল আইন এবং মামলার নথিতে থাকা তথ্যের উপর ভিত্তি করে;

(v) এই আদালতকে অবশ্যই সর্বদা হাইকোর্টের ফলাফলকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে;

(vi) এই আদালত কোনও মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হবে যখন দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করেছে।

ধনপাল বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৪০১ মামলায় এই আদালত একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করেছে।

১৯। সুতরাং, সমস্যাটির আইনটিকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি রয়েছে এবং আপিলের অধীনে রায়টি বিকৃত বলে মনে করা হয়, আপিল আদালত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আপিল আদালতকে এই অনুমানটি মনে রাখতে হবে

অভিযুক্তের নির্দোষতা এবং আরও যে বিচার আদালতের খালাস তার নির্দোষতার অনুমানকে জোরদার করে। নিয়মিত পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ এড়ানো উচিত যেখানে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, যদি না হস্তক্ষেপের জন্য ভাল কারণ থাকে।

৯.২ যখন কোনও আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলগুলি বিকৃত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তখন উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ২০ অনুচ্ছেদে বিবেচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

২০. প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে বা অপ্রাসঙ্গিক/অগ্রহণযোগ্য উপাদান বিবেচনা করে কোনও আদালত যদি অনুসন্ধানে পৌঁছায়, তা হলে আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলকে বিকৃত বলে গণ্য করা যেতে পারে। যদি এটি "প্রমাণের ওজনের বিরুদ্ধে" হয়, অথবা যদি অনুসন্ধানটি অযৌক্তিকতার কুফলের জন্য এতটাই অপমানজনকভাবে যুক্তি লঙ্ঘন করে যে, তা হলে অনুসন্ধানটিকে বিকৃতও বলা যেতে পারে। (দেখুন রাজিন্দর কুমার কিন্দ্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ৬৩৫, আবগারি ও কর নির্ধারণ কর্মকর্তা-কাম-মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বনাম গোপী নাথ এবং সন্স ১৯৯২ সম্পুরক (২) এস. সি. সি ৩১২, ত্রিবেণী রাবার এবং প্লাস্টিক বনাম সি. সি. ই ১৯৯৪ সম্পুরক (৩), এস. সি. সি ৬৬৫, গয়া দিন বনাম হনুমান প্রসাদ (২০০১) ১ এস সি সি ৫০১, অরুভেলু বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এস সি সি ২০৬ এবং গামিনী বালা কোটেশ্বর রাও বনাম রাজ্য এ পি (২০০৯) ১০ এস সি সি ৬৩৬)।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৯. ৩ কুলদিপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ১০-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার পর আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যদি কোনও প্রমাণ বা সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার উপর কাজ না করেন, তবে আদেশটি বিকৃত হবে। তবে যদি রেকর্ডে এমন কিছু প্রমাণ থাকে যা গ্রহণযোগ্য এবং যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে, তবে সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৯.৪ বিজয় মোহন সিং বনাম কর্ণাটক রাজ্য, (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪৩৬-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, এই আদালত আবার ধারা ৩৭৮-এর পরিধি এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই আদালত ১৯৫২ সাল থেকে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করেছিল। ৩১ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছেঃ

"৩১। উমেদভাই যাদবভাই (১৯৭৮) ১ এসসিসি ২২৮ মামলায় এই আদালতের সামনে একই রকম একটি প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল। আগের মামলায়

এই আদালত, হাইকোর্ট নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়নের উপর বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে, হাইকোর্ট খালাসকে বিপরীত করার সময়, অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় জ্ঞানী বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি বিবেচনা করেনি। হাইকোর্টের রায়কে নিশ্চিত করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ (এসসিসি পৃ. ২৩৩)

"১০। একবার খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলটি যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে, হাইকোর্ট স্বাধীনভাবে সমগ্র প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং তার নিজস্ব উপসংহারে আসার অধিকারী ছিল। সাধারণত, হাইকোর্ট দায়রা বিচারপতির মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে যদি প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে তা করা হয়। এই নিয়মটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না যেখানে দায়রা বিচারক মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে একটি খুব বস্তুগত এবং দৃঢ় দিক সম্পর্কে একেবারে ভুল ধারণা করেছেন।

৩১.১। সাম্বাশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৪১২-এ, হাইকোর্ট বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে উল্টে দেয় এবং নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে, হাইকোর্ট এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার রেকর্ড করেনি যে সাক্ষ্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল কিনা বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল কিনা। হাইকোর্ট কর্তৃক স্বীকৃত বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাস বাতিলের বিরুদ্ধে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি নিশ্চিত করে, সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশটি বিকৃত ছিল এবং দুর্বলতায় ভুগছিল, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ নিশ্চিত করার সময়, এই আদালত অনুচ্ছেদ ৮-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন: (এস সি সি পৃ. ৪১৬)

"৮. হাইকোর্ট উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চলে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপিলের অধীনে রায়টি পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট রমেশ বাবুলাল দোশী বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি ২২৫-এ এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কঠোরভাবে অগ্রসর হয়নি, অর্থাৎ প্রথমে এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার রেকর্ড করা যে সাক্ষ্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল কিনা বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল কিনা,

যা কেবল খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপকে ন্যায্যতা দেবে—যদিও হাইকোর্ট তার সামনে উত্থাপিত সমস্ত বিরোধের যথাযথভাবে সমাধান করে একটি সুবিবেচনাপূর্ণ রায় দিয়েছে। কিন্তু তারপর কি এই অ-সম্মতি নিজেই রায়কে আপিলের অধীনে বাতিল করার ন্যায্যতা দেবে? আমরা মনে করি, তা নয়। আমাদের মতে, এই ক্ষেত্রে, আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যা বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করে আপিল আদালতের রায়ের বৈধতা বিবেচনা করছে, তা নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য হওয়া উচিত—প্রমাণ মোকাবেলায় বিচারিক আদালতের পদ্ধতি কি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল অথবা এর দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি কি স্পষ্টতই অস্থিতিশীল এবং আপিল আদালতের রায় কি সেই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত; যদি তাই হয় তবে ধরে নেওয়া উচিত যে বিচারিক আদালতের রায় হস্তক্ষেপের যোগ্য। এই ক্ষেত্রে, স্পষ্টতই আপিল আদালতের রায়কে বিরক্ত করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্যদিকে, যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বিচারিক আদালতের রায়ে কোনও দুর্বলতা নেই, তাহলে এটা বলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে খালাসের আদেশে আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যায্য ছিল না; তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামতের ভিত্তিতে আপিল আদালতের রায় বাতিল করতে হবে, কেবল খালাসের সমর্থনে থাকা মতামতটিই বহাল রাখতে হবে। উপরের আলোচনা বিবেচনা করে, আমরা এই মামলায় বিচারিক আদালতের রায় পরীক্ষা করে দেখব।

৩১.২ কে. রামকৃষ্ণন উন্নীথন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি ৩০৯ মামলায়, অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর অভিযোগের মধ্যে যদিও কিছু সত্যতা রয়েছে যে হাইকোর্ট খালাসের আদেশ অনুসারে ট্রায়াল জজ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারণের সাথে যুক্ত হয়নি, তবে আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি বাতিল করতে অস্বীকার করে যে দায়রা জজ খালাসের আদেশ রেকর্ড করার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল না এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিজ্ঞ দায়রা জজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা টেকসই ছিল না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু দায়রা জজ অভিযুক্তদের খালাস করার সময় প্রাসঙ্গিক/বস্তুগত প্রমাণ বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না, তাই হাইকোর্ট তার নিজের রেকর্ড এবং সাক্ষ্য পুনরায় মূল্যায়ন করার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। এই আদালত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করে মতামত দিয়েছে যে, ত্রিপক্ষীয় পক্ষের দ্বারা সংযোজিত কারণগুলি

প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য খারিজ করার জন্য আদালত মোটেও সঠিক ছিল না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণের মূল্যায়ন স্পষ্টতই ভুল ছিল এবং তাই বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের কর্তব্য ছিল।

৩১.৩। অ্যাডলে বনাম ইউ. পি. রাজ্য. এ. আই. আর. ১৯৫৫ এস. সি. ৮০৭-এর ৫ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ (এ. আই. আর. পি. ৮০৯-১০)

"৫. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, খালাসপ্রাপ্তির জন্য বিচার আদালতের রায় হওয়ায়, হাইকোর্টের এটিকে কেবল রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে পরিচালিত প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে বাতিল করা উচিত ছিল না যদি না এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ট্রায়াল বিচারকের রায়টি বিকৃত ছিল। আমাদের মতে, আপিল আদালত ৪১৭ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে আপিল করে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় যে আপিলের অধীনে খালাসপ্রাপ্তির রায়টি বিকৃত ছিল, তবে এটি সেই আদেশটি বাতিল করতে পারে না।

এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং অবশ্যই তার নিজস্ব উপসংহারে আসার জন্য উন্মুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের কথা মাথায় রেখে যে, অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান দুর্বল নয়, বরং বিচার আদালত কর্তৃক খালাসের রায় দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা পেয়েছিল, যাদের সাক্ষ্য তার উপস্থিতিতে রেকর্ড করা হয়েছে।

এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রশংসা করার জন্য আপিল আদালতের ততটাই বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে যতটা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, বিচার আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে নির্দোষতার অনুমান দিয়ে শুরু করেন তা আপিল পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং আপিল আদালতকে বিচার আদালতের মতামতের সাথে যথাযথ গুরুত্ব সংযুক্ত করতে হবে যা খালাসের আদেশ রেকর্ড করে।

যদি আপিল আদালত সেই নীতিগুলি মাথায় রেখে প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করে এবং বিপরীত উপসংহারে আসে, তবে রায়টি কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। (এই প্রসঙ্গে দেখুন বারে উল্লিখিত মামলাগুলি, যেমন সুরজপাল সিং বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫২ এসসি ৫২; উইলায়াত খান বনাম ইউ. পি. এ. আইআর ১৯৫৩ এসসি ১২২)

আমাদের মতে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিতে কোনও সারবত্তা নেই যে হাইকোর্ট পুরো প্রমাণ পর্যালোচনা করে নিজের সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

৩১.৪ কে. গোপাল রেড্ডি বনাম এ. পি. রাজ্য (১৯৭৯) ১ এস. সি. সি ৩৫৫ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে বিচার আদালত কাল্পনিক সন্দেহে জর্জরিত থাকার অনুমতি দেয়, সেখানে সামান্য কারণে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যা খুব কমই সম্ভব, ন্যায়বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য, যাতে ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে কঠোরভাবে আনা না হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০. হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের দিকে নজর দেওয়ার পরে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত এবং সেই হিসাবে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বিপরীত করতে এবং অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে কোনও ত্রুটি করেনি। প্রথম আপিল আদালত হওয়ায় এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, হাইকোর্ট নথিভুক্ত সমস্ত প্রমাণ এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত আইনের পরামিতিগুলির মধ্যে কাজ করেছে।

১১। আপিলের যোগ্যতার কথা বলতে গেলে, রেকর্ডে থাকা সম্পূর্ণ প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন, বিশেষ করে পি ডব্লিউ ১১ - ডঃ রমেশ কুমার এবং পি ডব্লিউ ২২ - ডঃ রমা মালহোত্রার জবানবন্দি পর্যালোচনা করে, হাইকোর্ট বিশেষভাবে দেখেছে যে ভুক্তভোগীর আইকিউ ছিল ৬২ যা ভুক্তভোগীর ইতিহাস এবং মানসিক অবস্থা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছে যে ভুক্তভোগী যৌন নির্যাতনের ভালো-মন্দ দিক বোঝার অবস্থানে ছিলেন না। শুধুমাত্র ভুক্তভোগী কিছু গৃহস্থালির কাজ করার অবস্থানে ছিলেন বলে চিকিৎসাগত প্রমাণ বাতিল করা যায় না যে ভুক্তভোগীর হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং তিনি যৌন নির্যাতনের ভালো-মন্দ দিক বুঝতে পারেননি। মনে হচ্ছে যে ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। এটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীর দ্বারা প্রসব করা শিশু সন্তানের জৈবিক পিতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

উপরোক্ত সত্ত্বেও, তার ৩১৩ নম্বর জবানবন্দিতে অভিযুক্তের মামলাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল। অভিযুক্তের ক্ষেত্রে এটি কখনই সম্মতির মামলা ছিল না। অতএব, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ, বিশেষ করে পি ডব্লিউ ১১ এবং পি ডব্লিউ ২২ এর জবানবন্দি এবং এমনকি অন্যান্য রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দি বিবেচনা করে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি এর ধারা ৩৭৫ এর অধীনে পড়বে এবং ৩৭৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এমনকি ৩৭৫ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি এর পঞ্চম ধারা অনুসারে, "একজন পুরুষ ধর্ষণ করেছে বলে বলা হয়", যদি তার সম্মতিতে - যখন, এই ধরনের সম্মতি দেওয়ার সময়, মানসিক অসুস্থতার কারণে, তার সম্মতির প্রকৃতি এবং পরিণতি বুঝতে অক্ষম হয়। উপরে যেমনটি দেখা গেছে, এমনকি অভিযুক্তের পক্ষেও এটি সম্মতির মামলা নয়। প্রমাণের ভিত্তিতে, এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে যে ভুক্তভোগী মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন এবং তার আইকিউ ছিল ৬২ এবং তিনি যৌন নির্যাতনের ভালো-মন্দ দিকটি বোঝার মতো অবস্থায় ছিলেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতা এবং কম আইকিউর সুযোগ নিয়েছেন।

১২। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, পি ডব্লিউ ১১ - ডঃ রমেশ কুমার এবং পি ডব্লিউ ২২ - ডঃ রমা মালহোত্রার বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে যে তিনি 'হিন্দি' জানতেন না এবং তিনি কেবল 'ফরী' জানতেন এবং তাই এই ধরনের অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহের সুবিধা অবশ্যই অভিযুক্তের পক্ষে যেতে হবে, পি ডব্লিউ ২২ তার জেরায় উপরোক্ত দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। পি ডব্লিউ ২২ - জেরায়, ডঃ রমা মালহোত্রা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পরীক্ষাগুলিতে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ এগুলি ভাষার উপর নির্ভর করে না। চিকিৎসা প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে আইকিউ ৬২ 'হালকা মানসিক প্রতিবন্ধকতা' শ্রেণীতে পড়ে। এটাও উঠে এসেছে যে মানসিক অবস্থা এবং আইকিউ নির্ধারিত হয় আঘাত এবং কার্যকলাপের ভিত্তিতে। রোগীর প্রশ্ন, কার্যকলাপ এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির আইকিউ জানা যেতে পারে। অতএব, যদিও ভুক্তভোগীর জানা ভাষা সম্পর্কে কিছু অসঙ্গতি থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রেও, ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ চিকিৎসা প্রমাণকে অবিশ্বাস করাকে প্রধান অসঙ্গতি বলা যাবে না। অতএব, হাইকোর্ট ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে খালাস এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

১৩। এখন অভিযুক্তের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে যে, তাকে দেওয়া সাত বছরের মধ্যে তিনি ইতিমধ্যেই চার বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন এবং তিনি বিবাহিত এবং তার দুটি সন্তান রয়েছে এবং তাই একটি নমনীয়

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে হাইকোর্টও ন্যূনতম, সাত বছরের আরআই সাজা আরোপ করে খুব নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে এটি এমন একজন ভুক্তভোগীর উপর যৌন নিপীড়নের মামলা যার আইকিউ ৬২ বছর এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিল এবং অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর মানসিক অসুস্থতা/অসুস্থতার অযৌক্তিক সুযোগ নিয়েছে। মানসিক ব্যাধি বা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন একজন ব্যক্তি বিশেষ যত্ন, ভালবাসা এবং স্নেহ পাওয়ার যোগ্য। তাদের শোষণ করা উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে তার মানসিক অসুস্থতা/অসুস্থতার সুবিধা নিয়ে শোষণ করেছে। তাই, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৪। উপরের এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে **আপিল খারিজ করা হয়।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal